NOV. 15 2001

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক সংবাদ

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই

কাগজ সংক্রান্ত জটিলতার অবসান, দু'একদিনের মধ্যে মুদ্রণকাজ শুরু

রাশেদ মেহেদী ॥ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে কাগজ সরবরাহ সংক্রান্ত জটিলতার অবসান হয়েছে। এ ব্যাপারে মুদ্রণ ব্যবসায়ীদের দেয়া সুপারিশ মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেছে। দু' একদিনের মধ্যেই পুস্তক মুদ্রণ শুরু করছে প্রেসগুলো। এদিকে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণকাজ প্রায় ৮০ ভাগ সমাপ্ত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

টেকস্টবুক বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য মোট প্রয়োজনীয় কাগজের পরিমাণ প্রায় চার হাজার মেট্রিক টন; কিন্তু কর্ণফুলী পেপার মিল দৈনিক গড়ে প্রায় ৫০ মেট্রিক টন কাগজ উৎপাদনে সক্ষম হওয়ায় প্রয়োজনীয় কাগজ নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এছাড়া মাধ্যমিক স্তরের পুস্তক নকল হওয়ার আশঙ্কায় মুদ্রণ ব্যবসায়ীরা এক ফর্মা সিকিউরিটি পেপার দেয়ার দাবি জানান। দুটি বিষয় নিয়ে টানাপোড়নের কারণেই মূলত মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ শুরু হওয়ার কাজ বিলম্ব হচ্ছিল। এ সপ্তাহে বিষয়টি নিয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সাথে মুদ্রণ ব্যবসায়ীদের দীর্ঘ বৈঠক হয়। পরবর্তীতে ব্যবসায়ীদের দাবি সুপারিশ আকারে বোর্ড মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। দু'দিন আগে মন্ত্রণালয় এই সুপারিশ অনুমোদন করে। এখন সুপারিশ অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক বোর্ড মুদ্রণ ব্যবসায়ীদের এক ফর্মা সিকিউরিটি পেপার প্রদান করবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজ কর্ণফুলী পেপার মিল থেকে সংগ্রহ করার পাশাপাশি প্রাথমিক স্তরের মুদ্রণে ব্যবহৃত কাগজের উদ্বৃত অংশ থেকে সরবরাহ করা হবে। ফলে কাগজ সরবরাহ নিয়ে সকল জটিলতা দূর হয়েছে। সূত্র জানায়, দু' কিস্তিতে টাকা পরিশোধের মাধ্যমে মুদ্রণ ব্যবসায়ীরা কাগজ সংগ্রহ করতে পারবেন। ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রেস টাকা জমা দিয়ে কাগজ সরবরাহের কাজ শুরু করেছে বলেও জানা গেছে।

এ প্রসঙ্গে কয়েকজন মুদ্রণ ব্যবসায়ী মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণকাজ দু'একদিনের মধ্যেই শুরু হবে এবং জানুয়ারি মাসের শুরুতেই তা বাজারজাত করা হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। এই ব্যবসায়ীরা মুদ্রণকাজের সুবিধার জন্য মতিঝিল, সূত্রাপুর এবং কোতোয়ালি থানায়, বিশেষত যেখানে প্রেসগুলো অবস্থিত সে অঞ্চল দু' মাসের জন্য লোডশেডিংমুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান।

এছাড়া তারা কাগজ ও পুস্তক সরবরাহের সুবিধার জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য কাগজ ও পুস্তকবাহী ট্রাকগুলো দিনের বেলা চলাচলের অনুমতি দেয়ার জন্যও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আহ্বান জানান। এ ব্যাপারে টেকস্টবুক বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, এ সংক্রান্ত একটি সুপারিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে দেয়া হয়; কিন্তু অনেক চেষ্টার পর ইতোপূর্বে দিনের বেলা রাজধানীতে ট্রাক চলাচল বন্ধ করা হয়েছে। নতুন করে বিশেষ ট্রাককে অনুমতি দিলে আবার জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে—এ আশঙ্কায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুপারিশ গ্রহণ করেনি। এদিকে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণকাজ প্রায় ৮০ ভাগ সমাপ্ত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে। এ বছর নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ সম্ভব হবে বলে সূত্র জানায়।